বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—'বিদ্যাপতি ও জয়দেব'

সমালোচনামূলক প্রবন্ধটি প্রথমে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ১২৮০ বঙ্গাব্দে (১৮৭৩ খ্রি) 'মানসবিকাশ' নামে প্রকাশিত হয়। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'মানসবিকাশ' কাব্যের সমালোচনা হিসাবে এটি রচিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য সাধনার শেষ পর্বে প্রবন্ধটিকে পরিমার্জিত ও সংশোধিত করে 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' নামে ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে ('বিবিধ প্রবন্ধ', প্রথম খণ্ড) প্রকাশ করেন। সাহিত্যসাধক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র অষ্টাদশ শতকের ছদ্ম-ক্ল্যাসিক ফর্মাল রীতির অনুবর্তী এবং অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু আধুনিক কবিতা যে প্রত্যক্ষবাদ, ফর্মালিজম, ছদ্ম-ক্ল্যাসিক মনোবৃত্তি থেকে অস্পষ্ট, অব্যক্ত, রোমান্টিক দূরাভিসারের দিকে এগিয়ে চলেছে, সে বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে সচেতন ছিলেন তা এই প্রবন্ধ থেকে বোঝা যায়। তিনি ভারতীয় কাব্যের স্বরূপ ইতিহাসের আলোকে বিচার করে বঙ্গদেশে গীতিকাব্যের উৎপত্তির কারণগুলি নির্দেশ করেছেন। বঙ্গীয় গীতিকবিদের তিনি তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। এর মধ্যে প্রাচীন-মধ্যযুগের দুটি শ্রেণির মুখপাত্র হিসাবে জয়দেব ও বিদ্যাপতিকে চিহ্নিত করেছেন, প্রথম জনের কাব্যে বহিঃপ্রকৃতি আর দ্বিতীয় জনের কাব্যে অন্তঃপ্রকৃতির প্রাবল্য। এ দুয়ের প্রতিতুলনা করে দেখানো হয়েছে ভারতচন্দ্রের মতো কবি বিদ্যাপতির অনুগামী আর গোবিন্দদাস চণ্ডীদাস প্রমুখ বিদ্যাপতির ধারায় রয়েছেন। আধুনিক বাঙালি কবিরা এঁদের থেকে স্বতন্ত্র, তাঁরা ইংরেজি কবিদের অনুসরণে বিচিত্র জ্ঞানের সমাহারে কাব্যকে বহুধাপ্রসারিত করেছেন। বঙ্কিমের মতে কতিতায় বহিঃপ্রকৃতির অতিরেকে 'ইন্দ্রিয়পরতা-দোষ' দেখা দেয় যার উদাহরণ জয়দেব। এখানে এই ইন্দ্রিয়পরতা বলতে বোধহয় sensuousness বোঝানো হয়েছে। অন্যদিকে অন্তঃপ্রকৃতির অতিরেকে প্রাবন্ধিকের মতে 'আধ্যাত্মিকতা-দোষ' তৈরি হয়, যার দৃষ্টান্ত ওয়ার্ডওয়ার্থ। আধ্যাত্মিকতা বোধহয় abstraction অর্থে ব্যবহৃত। দুয়ের সমন্বয়সাধনকারীকেই বঙ্কিমচন্দ্র সুকবি বলেছেন।